প্রথম আলো

তারিখ 28 06 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা

সাঃ শিক্ষার্থীরা তাদের পথ অনুসরণ করুক

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় যেসব ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে সেরা ফল করেছেন, তাদের ওপর প্রথম আলোয় 'এইচএসসি ২০০২ শীর্ষে যারা' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এসব শিক্ষার্থীর বক্তব্য থেকে তাদের ভালো ফল করার উপায়গুলো বেরিয়ে আসছে, যা সকলের জন্যই শিক্ষণীয়।

সেরা ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ কোনো পরিবারের সন্তান নন। অসাধারণ কোনো পরিবেশেও এরা বেড়ে ওঠেননি। তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতো একই ধরনের পরিবেশে পড়াশোনা করেছেন। এদের কারো কারো বাবা নেই। কারো বা বাবা-মা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। কেউ কেউ অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা চালিয়েছেন।

তাদের বক্তব্য থেকে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে এসেছে তা হলো তারা পড়াশোনায় নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেছেন, সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং পড়ায় মনোযোগী থেকেছেন। সিলেট বোর্ডে মানবিক বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী অদিতি দেবের মতে, অনেক ছাত্রীছাত্রী পাঠ্যবিষয় না বুঝে শুধু মুখস্থ করে। তাই এদের অনেকের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি জেগে ওঠে না। সিলেট বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম মনিরুল হক চৌধুরীর মতে, জ্ঞানপিপাসু যেকোনো শিক্ষার্থী মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করলে নিশ্চয়ই ভালো ফল করতে পারে। বরিশাল বোর্ডে মানবিক বিভাগে প্রথম ফাতেমা বিনতে আহাদ বলেছেন, তিনি দিনে চার-পাঁচ ঘণ্টা মন দিয়ে পড়াশোনা করেছেন, বাকি সময়টা অন্য ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে প্রথম আবু সাদত নূরুল্লাহ প্রতিদিন ছয়-সাত ঘণ্টা পড়াশোনা করেছেন বলে জানিয়েছেন।

কাজেই মেধাবী ছাত্রছাত্রী হওয়ার জন্য রাত-দিন বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হয়, এ ধারণা ঠিক নয়। নিয়মিত কয়েক ঘণ্টা মন দিয়ে পড়াশোনা করলে এবং তার পেছনে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকলে যেকোনো সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে ভালো ছাত্র বা ছাত্রী হওয়া সম্ভব, যা কোনো দুরূহ কাজ নয়। এই পথ অনুসরণ করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও নিজেদের মেধার পরিচয় দেবে, পরীক্ষায় ভালো ফল করবে এবং জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হবে এটাই কাম্য।